اَلطَّرِيْقُ اِلَي الْقُرْآنِ

এসো কোরআন শিখি

লেখক: মুফতি মুসাদ্দেক বিন জমশেদ

শিক্ষক: ইকরা মাদরাসা।

ইউসুফপুর, জয়পাড়া, দোহার, ঢাকা।

ফাযেল: আল-জামি'আতুল ইসলামিয়া কাসেমুল উলুম জামিল মাদরাসা, বগুড়া।

এসো কোরআন শিখি
মুফতি মুসাদ্দেক বিন জমশেদ

প্রকাশনা তথ্য

প্রথম প্রকাশ: ৯/১১/২০২৬ খ্রিস্টাব্দ
সংস্করণ: প্রথম ডিজিটাল সংস্করণ
মুদ্রণ: মুদ্রিত নয়; শুধুমাত্র ডিজিটাল সংস্করণ
প্রকাশের মাধ্যম: অনলাইন/ই-বুক

স্বত্ব © মুফতি মুসাদ্দেক বিন জমশেদ।

এই বইটি ব্যক্তিগত ও শিক্ষামূলক ব্যবহারের জন্য উন্মুক্ত। পাঠক নিজ প্রয়োজনে বইটির কপি/প্রিন্ট সংগ্রহ করে পড়তে পারবেন এবং মাদ্রাসা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা শিক্ষামূলক কার্যক্রমে শিক্ষার্থীদের পড়ানেরা কাজে ব্যবহার করতে পারবেন। তবে লেখকের পূর্বানুমতি ব্যতীত কোন ব্যাক্তি, লাইব্রেরি, প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান বা অন্য কোন প্রতিষ্ঠান এই বইটি বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে মুদ্রণ, প্রকাশ, পনর্মুদ্রণ, বিক্রয় বা বিতরণ করতে পারবে না। বইটির সম্পূর্ণ বা আংশিক বিষয়বস্তু পরিবর্তন করে অন্য নামে প্রকাশ বা বিক্রয় করাও অনুমোদিত নয়।

হাদিয়াঃ ২০০ টাকা মাত্র

সূচিপত্র

০১	ভূমিকা	০৫
০২	উৎসর্গ	০৭
০৩	কোরআন তেলাওয়াতের ফায়েদা	০৮
০৪	কোরআন তেলাওয়াতের আদব	০৮
০৫	বসার আদব	০৯
০৬	হাফেজে কোরআনের মর্যাদা	০৯
০৭	আরবী হরফের পরিচয়	১১
০৮	আরবী ২৯ হরফের পরিক্ষা	১২
০৯	মাখ্‌রাজ	১২
১০	তাম্‌য়ীযের হরফ	১৪
১১	যবর,যের,পেশ ও জযমের পরিচয়	১৫
১২	হরকতের পরিচয়	১৫
১৩	হরকতে সালাসা	১৭
১৪	হরকতের অনুশীলন	২২
১৫	হরকতে সালাসার তাম্‌য়ীয	২৩
১৬	মুরাক্কাব ও নকশা	২৪
১৭	জযমের পরিচয়	২৭
১৮	জযমের অনুশীলন	২৯
১৯	ক্বলক্বলার পরিচয়	৩২
২০	ক্বলক্বলার হরফের অনুশীলন	৩২
২১	মদ্দের পরিচয়	৩৩
২২	মদ্দে ত্ববায়ীর পরিচয়	৩৪
২৩	মদ্দে ত্ববায়ীর অনুশীলন	৩৬
২৪	হরকতে সালাসা ও মদ্দের হরফের পার্থক্য	৩৭
২৫	খারা যবর, খারা যের, উল্টা পেশের বিবরণ	৪০
২৬	খারা যবর, খারা যের, উল্টা পেশের অনুশীলন	৪২
২৭	মদ্দে বদলের পরিচয়	৪৩
২৮	মদ্দে বদলের অনুশীলন	৪৩

২৯	লীনের হরফ	৪৪
৩০	লীনের হরফের অনুশীলন	৪৫
৩১	মদ্দের হরফ ও লীনের হরফের পার্থক্য	৪৬
৩২	মদ্দে লীন	৪৯
৩৩	তাশদীদের পরিচয়	৫০
৩৪	তাশদীদের অনুশীলন	৫৫
৩৫	ওয়াজিব গুন্নাহের পরিচয়	৫৯
৩৬	ওয়াজিব গুন্নাহের অনুশীলন	৬২
৩৭	নূন সাকিনের পরিচয়	৬৩
৩৮	তানভীনের পরিচয়	৬৫
৩৯	নূন সাকিন বা তানভীনের উচ্চারণ পদ্ধতি	৬৬
৪০	ইক্লাবের পরিচয়	৬৭
৪১	ইদ্গামের পরিচয়	৬৭
৪২	ইয্হারের পরিচয়	৬৮
৪৩	ইখফার পরিচয়	৬৯
৪৪	মদ্দে এওয়াজের পরিচয়	৭০
৪৫	মদ্দে মুনফাসিল	৭১
৪৬	মদ্দে আরযী	৭১
৪৭	মদ্দে লাযিম হরফী মুখাফ্ফাফ	৭১
৪৮	মদ্দে লাযিম হরফী মুসাক্কাল	৭২
৪৯	মদ্দে লাযিম কালমী মুসাক্কাল	৭২
৫০	মদ্দে লাযিম কালমী মুখাফ্ফাফ	৭২
৫১	মদ্দে মুত্তাসিল	৭৩
৫২	মীম সাকিনের বিবরণ	৭৩
৫৩	ইখফায়ে শাফাবী	৭৩
৫৪	ইদগামে মিছলাইন	৭৪
৫৫	ইযহারে শাফাবী	৭৪
৫৬	আল্লাহ শব্দ পড়ার নিয়ম	৭৫
৫৭	লেখকের সংক্ষিপ্ত পরিচিত	৭৬

ভূমিকা

কোরআনের পরিচয়

'কোরআন' শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো 'যা বারবার পঠিত হয়'। এটি মহান আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ সর্বশ্রেষ্ঠ এবং চূড়ান্ত ঐশী গ্রন্থ, যা মানবজাতির মুক্তির একমাত্র সনদ।

আজ থেকে প্রায় দেড় হাজার বছর আগে, আরবের মক্কা ও মদিনায় সুদীর্ঘ ২৩ বছর ধরে প্রয়োজন ও প্রেক্ষাপট অনুযায়ী ধাপে ধাপে বিশ্বনবী হজরত মুহাম্মদ (সা.)-এর ওপর জিবরাইল (আ.)-এর মাধ্যমে এই পবিত্র গ্রন্থ অবতীর্ণ হয়। কোরআন কেবল একটি ধর্মীয় গ্রন্থ নয়; এটি সমগ্র মানবজাতির জন্য স্রষ্টার পাঠানো এক জীবন্ত মুজিজা বা অলৌকিক নিদর্শন। এটি পৃথিবীর একমাত্র গ্রন্থ, যার একটি অক্ষরও আজ পর্যন্ত পরিবর্তিত হয়নি এবং কিয়ামত পর্যন্ত এর সংরক্ষণের দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা নিজের কাছেই রেখেছেন।

কোরআন অবতীর্ণ হওয়ার মূল উদ্দেশ্য

কোরআন কোনো নির্দিষ্ট জাতি, গোষ্ঠী বা কালের জন্য নয়, বরং সমগ্র বিশ্বজগতের জন্য অবতীর্ণ হয়েছে। এর মূল উদ্দেশ্যগুলোকে নিচের কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়:

অন্ধকার থেকে আলোয় ফিরিয়ে আনা: কোরআনের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হলো অজ্ঞতা, কুসংস্কার এবং পথভ্রষ্টতার গভীর অন্ধকার থেকে মানুষকে আলোর পথে বের করে আনা। যারা জীবনের আসল উদ্দেশ্য ভুলে বিপথে চলে গেছে, তাদের পুনরায় স্রষ্টার দিকে ফিরে আসার পথ দেখায় এই পবিত্র গ্রন্থ।

সঠিক পথের দিশা বা হিদায়াত: আল্লাহ তায়ালা কোরআনকে 'হুদাল্লিল মুত্তাকিন' বা আল্লাহভীরুদের জন্য পথপ্রদর্শক হিসেবে ঘোষণা করেছেন। মানবজীবন কীভাবে পরিচালিত হলে স্রষ্টার সন্তুষ্টি অর্জন করা সম্ভব, কোরআন তার একটি নির্ভুল মানচিত্র।

সত্য ও মিথ্যার পার্থক্যকারী (ফুরকান): ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায় এবং সত্য-মিথ্যার মাঝে সুস্পষ্ট সীমারেখা তৈরি করা কোরআনের একটি বিশেষ উদ্দেশ্য। এটি মানুষকে

এমন এক মানদণ্ড দেয়, যার মাধ্যমে সে জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারে।

অন্তরের প্রশান্তি ও আরোগ্য (শিফা): কোরআন মানুষের আধ্যাত্মিক এবং মানসিক ব্যাধির এক মহৌষধ। সন্দেহ, হতাশা, অহংকার ও আত্মিক শূন্যতায় ভোগা অন্তরগুলোর জন্য কোরআনের আয়াতগুলো শিফা (আরোগ্য) এবং পরম শান্তির উৎস হিসেবে কাজ করে।

পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা: কোরআনের উদ্দেশ্য কেবল কিছু ইবাদতের নিয়মাবলি শিক্ষা দেওয়া নয়, বরং ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য একটি সুশৃঙ্খল, ভারসাম্যপূর্ণ এবং পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান উপস্থাপন করা।

পরিশেষে বলা যায়,কোরআন হলো স্রষ্টার সাথে সৃষ্টির কথোপকথনের মাধ্যম। এটি মানুষকে তার সৃষ্টির উদ্দেশ্য স্মরণ করিয়ে দেয়, আত্মশুদ্ধির পথ দেখায় এবং দুনিয়া ও আখিরাতের অনন্ত জীবনে সফলতার সুসংবাদ প্রদান করে।

তবে কুরআনেরে এই উদ্দেশ্য বুঝতে হলে বা তার থেকে উপকার পেতে হলে সর্বপ্রথম ধাপ হলো শুদ্ধভাবে কুরআন পড়তে শেখা। যে ব্যক্তি কুরআনই পড়তে জানে না, তার পক্ষে নিয়মিত তেলাওয়াত, অর্থ অনুধাবন এবং কুরআনের বিধান অনুযায়ী আমল করা কঠিন হয়ে পড়ে। তাই কুরআন শিক্ষা প্রত্যেক মুসলিমের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়।

এই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই "**এসো কুরআন শিখি**" গ্রন্থটি রচনা করা হয়েছে। এতে সহজ ও ধারাবাহিক পদ্ধতিতে কুরআন শিক্ষার প্রয়োজনীয় নিয়ম, মাখরাজ, তাজবীদ এবং তেলাওয়াতের মৌলিক বিষয়গুলো উপস্থাপন করা হয়েছে। আমার প্রত্যাশা, এই বইয়ের মাধ্যমে পাঠক শুদ্ধভাবে কুরআন তেলাওয়াত শিখে আল্লাহর বাণীকে বুঝতে এবং সে অনুযায়ী জীবন গড়তে উদ্বুদ্ধ হবেন। আল্লাহ তাআলা এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে কবুল করুন। আমীন!

বিনীত,

مولانا مصدق بن جمشيد

শিক্ষক, ইকরা মাদ্রাসা

দোহার, ঢাকা

(ফাযেল: আল-জামেয়াতুল ইসলামিয়া কাসেমুল উলূম জামিল মাদ্রাসা, বগুড়া)

এসো কোরআন শিখি

উৎসর্গ

পরম শ্রদ্ধেয় আমার আবাজান ও আমাজান-

যাঁদের সীমাহীন স্নেহ, মমতা, অপরিসীম ত্যাগ ও দোয়ার বরকতে আমার জীবনের পথচলা। পবিত্র কুরআনের তাজবীদ ও কায়দা সম্পর্কিত আমার এই বিনীত প্রয়াস- **'এসো কোরআন শিখি'**

শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার সাথে তাঁদের চরণে উৎসর্গ করলাম।

'রব্বির হামহুমা কামা রব্বায়ানী সগীরা'

(হে আমাদের রব! তাঁদের উভয়ের প্রতি দয়া করুন, যে ভাবে তাঁরা শৈশবে আমাকে লালন-পালন করেছেন।)

আল্লাহ তাআলা এই নগণ্য দ্বীনি খেদমতকে তাঁদের পরকালের নাজাতের অসিলা এবং সদকায়ে জারিয়া হিসেবে কবলু ও মঞ্জুর করুন। আমীন!

তোমাদের প্রিয় সন্তান

কোরআন তেলাওয়াতের বিশেষ ৩টি ফায়েদা

১. অন্তরের ময়লা ও অপবিত্রতা দূর হয়। (বাইহাকি, শুয়াবুল ঈমান: ১৮৫৯)
২. আল্লাহ তায়ালার মহব্বত বাড়ে। (সূরা আনফাল: ২নং আয়াত। বাইহাকি, শুয়াবুল ঈমান: ১৮৬৩)
৩. প্রতিটি হরফে কমপক্ষে ১০টি করে নেকি পাওয়া যায়। না বুঝে পড়লেও এই নেকি পাওয়া যায়। (তিরমিজি:২৯১০, মুস্তাদরাক হাকিম: ২০৪০)

কোরআন তেলাওয়াতের আদব

কুরআন শরীফ তেলাওয়াত করা অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ ইবাদত। তাই এর কিছু গুরুত্বপূর্ণ আদব (শিষ্টাচার) রয়েছে। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো-

১. ইখলাস (বিশুদ্ধ নিয়ত), অর্থাৎ শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে তেলাওয়াত করা।
২. পবিত্রতার সহিত তেলাওয়াত করা। আর কোরআন বা কোরআনের আয়াত স্পর্শ করার সময় ওজু থাকা আবশ্যক।
৩. পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পোশাক পরে পবিত্র স্থানে বসা। কোন নাপাক জায়গায় কোরআন তেলাওয়াত করা জায়েয নেই।
৪. কিবলামুখী হয়ে বসা উত্তম।
৫. শুরুতে তাওয়াউয পড়া: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ
৬. বিসমিল্লাহ পড়া: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
৭. তাজবীদের নিয়ম মেনে ধীরে ধীরে (তারতীলের সাথে) তেলাওয়াত করা।
৮. অর্থ ও মর্ম নিয়ে চিন্তা-ফিকির করা।
৯. বিনয় ও খুশু-খুযুর (একগ্রতার) সাথে তেলাওয়াত করা।
১০. হাসি-ঠাট্টা বা অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা থেকে বিরত থাকা।
১১. সুন্দর কণ্ঠে তেলাওয়াত করার চেষ্টা করা, তবে গান বা সুরের অনুকরণ না করা।
১২. সিজদার আয়াত এলে সিজদায়ে তিলাওয়াত করা।
১৩. হাই উঠলে সম্ভব হলে তেলাওয়াত সাময়িক বিরতি দেওয়া।
১৪. কুরআনের মর্যাদা রক্ষা করা- মুসহাফকে সম্মানের সাথে রাখা এবং অপবিত্র স্থানে না নেওয়া।
১৫. তেলাওয়াত শেষে দোয়া করা এবং কুরআনের শিক্ষা অনুযায়ী আমল করার

সংকল্প করা।

এসব আদব মেনে তেলাওয়াত করলে কুরআনের প্রতি সম্মান প্রকাশ পায় এবং তেলাওয়াতের সওয়াব ও উপকারিতা আরও বৃদ্ধি পায়।

বসার আদব

বসার আদব ৩টি:

১। দোন হাঁটু ফেলিয়া নামাযের মত।

২। এক হাঁটু উঠাইয়া লিখার সময়।

৩। দোন হাঁটু উঠাইয়া খাওয়ার সময়।

হাফেজে কোরআনের মর্যাদা

হাদিসের বর্ণনা থেকে হাফেজে কুরআনের মর্যাদা বা ফযিলত অনেক বর্ণিত হয়েছে। এর মধ্যে থেকে বিশেষ কিছু ফযিলত বর্ণনা করা হয়েছে।

১। কিয়ামতের দিন হাফেজে কুরআনকে বিশেষ মর্যাদা ও নূরের মুকুট প্রদান করা হবে। হযরত বুরাইদা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন:

يَجِيءُ صَاحِبُ الْقُرْآنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيَقُولُ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ: حَلِّهِ، فَيُلْبَسُ تَاجَ الْكَرَامَةِ، ثُمَّ يَقُولُ: زِدْهُ، فَيُلْبَسُ حُلَّةَ الْكَرَامَةِ، ثُمَّ يَقُولُ: ارْضَ عَنْهُ، فَيَرْضَى عَنْهُ، فَيُقَالُ لَهُ: اقْرَأْ وَارْقَى، وَتُزَادُ كُلَّ يَوْمٍ حَسَنَةً بِآيَةٍ وَحَسَنَةً

অর্থ: "কিয়ামতের দিন কোরআনের হাফেজ উপস্থিত হবে এবং কোরআন বলবে, হে রব! তাকে পোশাক পরিধান করাও। তখন তাকে সম্মানের মুকুট পরানো হবে। কোরআন আবার বলবে, হে রব! তাকে আরও বাড়িয়ে দাও। তখন তাকে সম্মানের পোশাক পরিধান করানো হবে। এরপর বলা হবে, তুমি পড়তে থাকো এবং ওপরে উঠতে থাকো। আর প্রতি আয়াতের পরিবর্তে একটি করে নেকি বৃদ্ধি করা হবে।"

(তিরমিজি, হাদিস নং: ২৯১৫)

২। হাফেযে কুরআনের পিতা-মাতাকে নূরের মুকুট পড়ানো হবে। হযরত মুআয জুহানি (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন:

مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ وَعَمِلَ بِمَا فِيهِ، أُلْبِسَ وَالِدَاهُ تَاجًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ضَوْؤُهُ أَحْسَنُ مِنْ ضَوْءِ الشَّمْسِ فِي بُيُوتِ الدُّنْيَا لَوْ كَانَتْ فِيكُمْ، فَمَا ظَنُّكُمْ بِالَّذِي عَمِلَ بِهذا

অর্থ: "যে ব্যক্তি কোরআন পাঠ করবে এবং সে অনুযায়ী আমল করবে, কিয়ামতের দিন তার পিতা-মাতাকে একটি মুকুট পরানো হবে। যার আলো দুনিয়ার ঘরের সূর্য্যের আলোর চেয়েও বেশি উজ্জ্বল হবে (যদি সেই সূর্য তোমাদের ঘরে থাকত)। সুতরাং, যে ব্যক্তি নিজে এ অনুযায়ী আমল করেছে, তার নিজের মর্যাদা কেমন হবে, তা তোমরা আন্দাজ করে নাও!" **(সুনান আবু দাউদ, হাদিস নং: ১৪৫৩; মুসতাদরাক হাকেম, হাদিস নং: ২০৮৭)**

৩। হাফেযে কুরআন আল্লাহর বিশেষ বান্দা হিসেবে বিবেচিত হয়। হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন:

إِنَّ لِلَّهِ أَهْلِينَ مِنَ النَّاسِ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَنْ هُمْ؟ قَالَ: هُمْ أَهْلُ الْقُرْآنِ، أَهْلُ اللَّهِ وَخَاصَّتُهُ

অর্থ: "নিশ্চয়ই মানুষের মধ্যে কিছু আল্লাহর লোক আছে। সাহাবিগণ আরজ করলেন, ইয়া রাসুলুল্লাহ! তারা কারা? তিনি বললেন, কোরআনের বাহক বা হাফেজগণই হলেন আল্লাহর লোক এবং তাঁর বিশেষ পরিজন।" **(সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস নং: ২১৫; মুসনাদ আহমাদ, হাদিস নং: ১২২৮৬)**

৪। হাফেযে কুরআন মানবকুলের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি। হযরত উসমান ইবন আফফান (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন:

خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ

অর্থ: "তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি সর্বোত্তম, যে নিজে কোরআন শেখে এবং অন্যকে শিক্ষা দেয়।" **(সহিহ বুখারি, হাদিস নং: ৫০২৭)**

৫। হাফেযে কোরআন জান্নাতের সর্বোচ্চ স্তর ও মর্যাদা লাভ করবে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করিম (সা.) ইরশাদ করেছেন:

يُقَالُ لِصَاحِبِ الْقُرْآنِ: اقْرَأْ وَارْتَقِ وَرَتِّلْ كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلُ فِي الدُّنْيَا، فَإِنَّ مَنْزِلَكَ عِنْدَ آخِرِ آيَةٍ تَقْرَؤُهَا

অর্থ: "কোরআনের হাফেজকে (জান্নাতে প্রবেশের সময়) বলা হবে, তুমি পড়তে থাকো এবং ওপরে উঠতে থাকো। আর দুনিয়াতে যেভাবে ধীরে-সুস্থে তিলাওয়াত করতে, সেভাবেই তিলাওয়াত করো। কারণ, তুমি যে আয়াতটি পড়ে শেষ করবে, সেটাই হবে তোমার জান্নাতের শেষ স্থান।" **(সুনান আত-তিরমিজি, হাদিস নং: ২৯১৪; সুনান আবু দাউদ, হাদিস নং: ১৪৬৪)**

আরবী হরফের পরিচয়

ح	ج	ث	ت	ب	أ
س	ز	ر	ذ	د	خ
ع	ظ	ط	ض	ص	ش
م	ل	ك	ق	ف	غ
ي	ء	ة	ه	و	ن

বি.দ্র. আরবী হরফগুলোকে বিভিন্ন ভাবে উপর-নিচ, সোজা-উল্টা, আরো যত ভাবে পড়ানো যায় পড়াতে হবে। এবং লিখাতে হবে।

আরবী ২৯ হরফের পরিক্ষা

ص	ش	م	ح	ت	ي
ض	ب	ل	ن	ف	ك
ع	خ	ه	غ	ق	ث
ة	ى	ط	ء	د	ج
ذ	ا	ر	و	ظ	ز
					س

মাখ্‌রাজ

আরবি হরফ উচ্চারণের স্থানকে মাখ্‌রাজ বলে।
আরবী হরফ ২৯টি, মাখরাজ ১৭টি।

১- নাম্বার মাখ্‌রাজ, হলকের শুরু হইতে দুইটি হরফ উচ্চারিত হয়: ا–ء

২- নাম্বার মাখ্‌রাজ, হলকের মধ্যখান হইতে দুইটি হরফ উচ্চারিত হয়: ع – ح

৩- নাম্বার মাখ্‌রাজ, হলকের শেষ হইতে দুইটি হরফ উচ্চারিত হয়: غ – خ

৪- নাম্বার মাখ্‌রাজ, জিহবার গোড়া তার বরাবর উপরের তালুর সঙ্গে লাগাইয়া, একটি হরফ উচ্চারিত হয়, দুই নুকতাওয়ালা: ق

৫- নাম্বার মাখ্‌রাজ, জিহ্বার গোড়া থেকে একটু আগে বাড়িয়া, তার বরাবর উপরের তালুর সঙ্গে লাগাইয়া, একটি হরফ উচ্চারিত হয় মধ্যখান পেঁচানো: ك

৬ - নাম্বার মাখ্‌রাজ, জিহবার মধ্যখান, তার বরাবর উপরের তালুর সঙ্গে লাগাইয়া, তিনটি হরফ উচ্চারিত হয়: ج – ش – ي

৭ - নাম্বার মাখ্‌রাজ, জিহবার গোড়ার কিনারা, উপরের মাড়ির দাঁতের গোড়ার সঙ্গে লাগাইয়া, একটি হরফ উচ্চারিত হয়: ض

৮ - নাম্বার মাখ্‌রাজ, জিহবার আগার কিনারা, সামনের উপরের দাঁতের মাড়ির সঙ্গে লাগাইয়া, একটি হরফ উচ্চারিত হয়: ل

৯ - নাম্বার মাখ্‌রাজ, জিহবার আগা, তার বরাবর উপরের তালুর সঙ্গে লাগাইয়া, একটি হরফ উচ্চারিত হয়: ن

১০-নাম্বার মাখ্‌রাজ, জিহবার আগার পিঠ, তার বরাবর উপরের তালুর সঙ্গে লাগাইয়া, একটি হরফ উচ্চারিত হয়: ر

১১- নাম্বার মাখ্‌রাজ, জিহবার আগা সামনের উপরের দুই দাঁতের গোড়ার সঙ্গে লাগাইয়া, তিনটি হরফ উচ্চারিত হয়: ط – د – ت

১২- নাম্বার মাখ্‌রাজ, জিহবার আগা সামনের নিচের দুই দাঁতের আগার দিকে লাগাইয়া, তিনটি হরফ উচ্চারিত হয়: ز – س – ص

১৩- নাম্বার মাখ্‌রাজ, জিহবার আগা সামনের উপরের দুই দাঁতের আগার সঙ্গে লাগাইয়া, তিনটি হরফ উচ্চারিত হয়: ث – ذ – ظ

১৪- নাম্বার মাখ্‌রাজ, নিচের ঠোটের পেট, সামনের উপরের দুই দাঁতের আগার সঙ্গে লাগাইয়া, একটি হরফ উচ্চারিত হয়: ف

১৫- নাম্বার মাখ্‌রাজ, দুই ঠোঁট হইতে, তিনটি হরফ উচ্চারিত হয়: و–ب–م

(و ঠোঁট গোল করিয়া মুখ খোলা রাখিয়া, ب ঠোঁটের ভিজায় ভিজায়, م ঠোঁটের শুকনা জায়গায়।)

১৬- নাম্বার মাখ্‌রাজ, মুখের খালি জায়গা হইতে মদ্দের হরফ পড়া যায়।

১৭- নাম্বার মাখ্‌রাজ, নাকের বাঁশি হইতে গুন্নাহ উচ্চারিত হয়।

তাম্‌য়ীযের হরফ

তাম্‌য়ীযের হরফ **১২**টি। জোরায় জোরায় ৬ জোরা, একটা একটা **১২**টা।

ت–ط	ذ–ظ
س–ص	ه–ح
ز–ج	ك–ق

যবর, যের, পেশ ও জযমের পরিচয়ঃ

ـَ- উপরেরটার নাম যবর।

ـِ- নিচেরটার নাম যের।

ـُ- উপরে একমাথা গোলটার নাম পেশ।

ـْ- এটার নাম জযম।

বি.দ্রঃ। এ যবর,যের,পেশ,জযম থাকলে ওই আলিফকে হামযাহ বলে।

হরকতের পরিচয়

হরকতঃ এক যবর (أَ) এক যের (أِ) এক পেশ (أُ) কে হরকত বলে। হরকতের উচ্চারণ তারাতারি করতে হয়।

حَ	جَ	ثَ	تَ	بَ	أَ
سَ	زَ	رَ	ذَ	دَ	خَ
عَ	ظَ	طَ	ضَ	صَ	شَ
مَ	لَ	كَ	قَ	فَ	غَ

نَ	وَ	هَ	ةَ	ءَ	يَ

ـَأَ	بِ	تِ	ثِ	جِ	حِ
خِ	دِ	ذِ	رِ	زِ	سِ
شِ	صِ	ضِ	طِ	ظِ	عِ
غِ	فِ	قِ	كِ	لِ	مِ
نِ	وِ	هِ	ةِ	ءِ	يِ

ـَأُ	بُ	تُ	ثُ	جُ	حُ
خُ	دُ	ذُ	رُ	زُ	سُ
شُ	صُ	ضُ	طُ	ظُ	عُ

غُ	فُ	قُ	كُ	لُ	مُ
نُ	وُ	هُ	ةُ	ءُ	يُ

হরকতে সালাসা

اَ–اَ	اَ–ا	اَ–اُ	ا–اَ	ا–ا	ا–اُ
اُ–اَ	اُ–ا	اُ–اُ	بَ–بَ	بَ–بِ	بَ–بُ
بِ–بَ	بِ–بِ	بِ–بُ	بُ–بَ	بُ–بِ	بُ–بُ
تَ–تَ	تَ–تِ	تَ–تُ	تَ–تَ	تَ–تِ	تَ–تُ
تُ–تَ	تُ–تِ	تُ–تُ	ثَ–ثَ	ثَ–ثِ	ثَ–ثُ
ثِ–ثَ	ثِ–ثِ	ثِ–ثُ	ثُ–ثَ	ثُ–ثِ	ثُ–ثُ

جَ	جَ	جَ	جُ	جِ	جِ
جُ	جِ	جُ	جُ	جِ	جِ
جِ	جِ	جُ	جُ	جُ	جُ
خَ	خَ	خَ	خُ	خِ	خِ
خُ	خِ	خُ	خُ	خُ	خُ
دَ	دَ	دَ	دُ	دِ	دِ
دُ	دِ	دُ	دُ	دُ	دُ
ذَ	ذَ	ذَ	ذُ	ذِ	ذِ
ذُ	ذِ	ذُ	ذُ	ذُ	ذُ
رِ	رِ	رُ	رُ	رِ	رِ
رُ	رِ	رُ	رُ	رُ	رُ
زَ	زَ	زَ	زُ	زِ	زِ
زُ	زِ	زِ	زُ	زِ	زِ

زُ زَ	زِ زُ	سَ سَ	زُ زُ	سِ سَ	سُ سَ
سَ سِ	سِ سِ	سُ سَ	سِ سُ	سُ سَ	سُ سُ
شَ شَ	شَ شِ	شِ شَ	شَ شُ	شِ شِ	شُ شِ
شُ شَ	شُ شِ	صَ صَ	شُ شُ	صَ صِ	صَ صُ
صِ صَ	صِ صِ	صُ صَ	صِ صُ	صُ صِ	صُ صُ
ضَ ضَ	ضَ ضِ	ضِ ضَ	ضَ ضُ	ضِ ضِ	ضُ ضِ
ضُ ضَ	ضُ ضِ	طَ طَ	ضُ ضُ	طَ طِ	طَ طُ
طَ طَ	طِ طِ	طُ طَ	طِ طُ	طُ طِ	طُ طُ
ظَ ظَ	ظَ ظِ	ظِ ظَ	ظَ ظُ	ظِ ظِ	ظُ ظِ
ظُ ظَ	ظُ ظِ	عَ عَ	ظُ ظُ	عَ عِ	عُ عَ

عِعَ	عِعِ	عِعُ	عُعَ	عُعِ	عُعُ
غَغَ	غَغِ	غَغُ	غِغَ	غِغِ	غِغُ
غُغَ	غُغِ	غُغُ	فَفَ	فَفِ	فَفُ
فِفَ	فِفِ	فِفُ	فُفَ	فُفِ	فُفُ
قَقَ	قَقِ	قَقُ	قِقَ	قِقِ	قِقُ
قُقَ	قُقِ	قُقُ	كَكَ	كَكِ	كَكُ
كِكَ	كِكِ	كِكُ	كُكَ	كُكِ	كُكُ
لَلَ	لَلِ	لَلُ	لِلَ	لِلِ	لِلُ
لُلَ	لُلِ	لُلُ	مَمَ	مَمِ	مَمُ
مِمَ	مِمِ	مِمُ	مُمَ	مُمِ	مُمُ

نَنَ	نَنِ	نَنُ	نِنَ	نِنِ	نِنُ
نُنَ	نُنِ	نُنُ	وَوَ	وَوِ	وَوُ
وِوَ	وِوِ	وِوُ	وُوَ	وُوِ	وُوُ
هَهَ	هَهِ	هَهُ	هِهَ	هِهِ	هِهُ
هُهَ	هُهِ	هُهُ	ءَءَ	ءَءِ	ءَءُ
ءِءَ	ءِءِ	ءِءُ	ءُءَ	ءُءِ	ءُءُ
يَيَ	يَيِ	يَيُ	يِيَ	يِيِ	يِيُ
يُيَ	يُيِ	يُيُ			

হরকতের অনুশীলন

خَلَقَ	وَقَبَ	حَسَدَ	كَسَبَ
فَعَلَ	جَمَعَ	اَمَرَ	وَوَجَدَكَ
بِهِ	بِكَ	فَحَشَرَ	عَبَسَ
اِبِلِ	عَلِمَ	شَرِبَ	خَلَقَكَ
كُتُبُ	رُسُلُ	فَعَدَلَكَ	مَثَلُ
رَفَعَ	كِبُرَ	غَضِبَ	كَمَثَلِ
وَلِيَ	رَضِيَ	خَشِيَ	صُحُفِ
بَخِلَ	خُلِقَ	قُتِلَ	سَمِعَ
فَقَدَ	كَفَرَ	مَثَلُ	سَلَفَ
جَعَلَ	دَخَلَ	سَقَرُ	عَشَرَ

ضَرَبَ	عَقِبِ	ضُرِبَ	عَمِلَ

হরকতের সালাসার তাম্‌য়ীয

হরকতে সালাসার তাম্‌য়ীযের হরফ ১৪টি।

تَ–طَ	تِ–طِ	تُ–طُ
ذَ–ظَ	ذِ–ظِ	ذُ–ظُ
صَ–سَ	صِ–سِ	صُ–سُ
زَ–جَ	زِ–جِ	زُ–جُ
هَ–حَ	هِ–حِ	هُ–حُ
قَ–كَ	قِ–كِ	قُ–كُ
ءَ–عَ	ءِ–عِ	ءُ–عُ

মুরাক্কাব ও নকশা

মুরাক্কাব ডানের হরফকে বামের হরফের সঙ্গে মিলাইয়া লিখাকে বলে। মুরাক্কাব করিবার সময় হরফের শুধু ডান মাথাটুকু থাকে। আরবী ২৯ টি হরফের মধ্যে ২২টি হরফ মুরাক্কাব হয়। বাকি ৭ হরফ মুরাক্কাব হয় না।

ا এর সঙ্গে ১১ সুরতে ২২ হরফ মুরাক্কাব হয়।

فا	ثا	تا	نا	يا	با
ظا	صا	ضا	سا	شا	قا
عا	غا	حا	جا	خا	طا
		ما	ها	لا	كا

و এর সঙ্গে ১০ সুরতে ২২ হরফে মুরাক্কাব হয়।

فو	ثو	تو	نو	يو	بو
ظو	صو	ضو	سو	شو	قو

طو	خو	جو	حو	غو	عو
كو	لو	هو	مو		

যেই ৭ হরফ মুরাক্কাব হয় না

دا	ذا	را	زا	وا	ءا	اا

دو	ذو	رو	زو	وو	ءو	او

যেই ২২টি হরফ মুরাক্কাব হয় তার চিত্র নিম্নে লেখা হলো:

بفسصطحعلهم

পূর্ণ ২২ হরফের নকশা

بينتثفقضصظطخجحغعكلهم

প্রত্যেকপি হরফের ৩ টি করে অবস্থান রয়েছে: শুরুতে হলে একরকম হয়, মাঝখানে হলে একরকম হয়, শেষে হলে একরকম হয়। নিম্নে প্রত্যেকটির শুরু,মধ্যখান ও শেষে হলে লেখা কেমন হবে তা উল্লেখ করা হলো:-

ببب	تتت	ثثث	جججج	حححح
خخخخ	د بـــد	ذ بـــذ	ر بـــر	ز بـــز
سسسس	ششش	صصص	ضضضض	طططط
ظظظظ	ععع	غغغ	ففف	قققق
ككك	للل	ممم	نننن	وبـــو
هههه	ة بـــة	ء بئ بأ	ييي	

বি.দ্র. এগুলো বেশি বেশি করে লিখতে হবে। ও স্বরণ রাখতে হবে।

জযমের পরিচয়

জযমঃ (ـْـ) এটার নাম জযম। জযম ওয়ালা হরফ ডান দিকের হরকতের সঙ্গে একত্রে একবার পড়া যায়।

أَبْ	أَتْ	أَثْ	أَجْ	أَحْ	أَخْ
أَدْ	أَذْ	أَرْ	أَزْ	أَسْ	أَشْ
أَصْ	أَضْ	أَطْ	أَظْ	أَعْ	أَغْ
أَفْ	أَقْ	أَكْ	أَلْ	أَمْ	أَنْ
أَوْ	أَهْ	أَةْ	أَءْ	أَيْ	

اِبْ	اِتْ	اِثْ	اِجْ	اِحْ	اِخْ
اِدْ	اِذْ	اِرْ	اِزْ	اِسْ	اِشْ

اِغْ	اِعْ	اِظْ	اِطْ	اِضْ	اِصْ
اِنْ	اِمْ	اِلْ	اِكْ	اِقْ	اِفْ
	أِيْ	اِءْ	اِةْ	اِهْ	اِوْ

اُخْ	اُحْ	اُجْ	اُثْ	اُتْ	اُبْ
اُشْ	اُسْ	اُزْ	اُرْ	اُذْ	اُدْ
اُغْ	اُعْ	اُظْ	اُطْ	اُضْ	اُصْ
اُنْ	اُمْ	اُلْ	اُكْ	اُقْ	اُفْ
			اُيْ	اُهْ	اُوْ

বি.দ্র. জযমের জন্য সাধারণত ৩টি চিহ্ন ব্যবহার হয়। এই জযমকে সাকিন ও বলা হয়।

ْ	^	◌ْ

জযমের অনুশীলন

بَبْ	تَبْ	ثَتْ	جَثْ
حَجْ	خَحْ	دَخْ	ذَدْ
رَذْ	زَرْ	سَزْ	شَسْ
صَشْ	ضَصْ	طَضْ	ظَطْ
عَطْ	غَظْ	فَغْ	قَفْ
كَقْ	لَكْ	مَلْ	نَمْ
هُمْ	يَعْ	كَوْ	مِسْ
عَنْ	هِمْ	رَيْ	رِحْ

عَصْ	عَلْ	تَرْ	اَدْ
زُرْ	تَعْ	سَطْ	جَمْ
نَقْ	اَخْ	مَنْ	لَمْ
قَدْ	مَطْ	شَهْ	رَاْ
يَنْ	نَشْ	فَعْ	ذكْ
غَبْ	صَبْ	نِعْ	لَلْ
بِسْ	يُعْ	فِرْ	فَجْ
وَتْ	يَسْ	شَفْ	هَلْ
حِجْ	لَقْ	اَكْ	مِنْ
حَتْ	لَسْ	انْ	تُبْ
نَجْ	تَكْ	يَفْ	تَنْ

رَاْ	سَطْ	يَاْ	ثَسْ

يُوَسْوِسُ	وَالْفَتْحُ	وَرَايْتَ	بِحَمْدِ
وَاسْتَغْفِرْ	بَعْضَهُمْ	مَااقْتَتَلَ	اَرَءَيْتَ
مِنْ	يَلِدْ	رِحْلَةَ	عَلَيْهِمْ
عِلْمَ	بِهِمْ	زُلْزِلَتِ	وِزْرَكَ
قُلْ	يُوْلَدْ	كَيْدَهُمْ	زُرْتُمْ
بُعْثِرَ	يُؤْتِي	يُغْنِي	يُوْثِقُ
اَطْعَمَهُمْ	يَجْعَلْ	بِنِعْمَةِ	سُطِحَتْ
وَالْعَصْرِ	اَلَمْ يَعْلَمْ	اَلَمْ يَجِدْكَ	اُقْسِمُ

বি.দ্র. কোন হরফে যদি যবর, যের, পেশ, বা জযম না থাকে; তাহলে ওই আরবী হরফ লেখা থাকলেও উচ্চারিত হয় না।

ক্বলক্বলার পরিচয়

ক্বলক্বলাঃ ক্বলক্বলার হরফ ৫টি। ق-ط-ب-ج-د এই পাঁচ হরফে জযম হইলে ক্বলক্বলা করিয়া পড়িতে হয়। ক্বলক্বলা মানে ধাক্কা দিয়ে পড়া।

أَقْ	أِقْ	أُقْ	أَطْ	أِطْ	أُطْ
أَبْ	أِبْ	أُبْ	أَجْ	أِجْ	أُجْ
أَدْ	أِدْ	أُدْ	*	*	*

ক্বলক্বলার হরফের অনুশীলন

فَاقْبَرَ	شَقَاقْنَا	اَطْعَمَهُمْ	فَوَسَطْنَ
صَبَبْنَا	اَبْصَارُهَا	تُجْزَوْنَ	يَجْعَلْ

اَدْبَرَ	فَقَدْ	يَلِدْ	مَطْلَعِ

মদ্দের পরিচয়

মদ্দ মোট ১১ প্রকার:

এক আলিফ মদ্দ ৪ প্রকার:

১. মদ্দে ত্ববায়ী
২. মদ্দে বদল
৩. মদ্দে লীন
৪. মদ্দে এওয়াজ

তিন আলিফ মদ্দ ২ প্রকার:

১. মদ্দে আরযী
২. মদ্দে মুনফাসিল

চার আলিফ মদ্দ ৫ প্রকার:

১. মদ্দে লাযীম হরফি মুখাফ্ফাফ
২. মদ্দে লাযীম হরফি মুসাক্কাল
৩. মদ্দে লাযীম কালমী মুসাক্কাল
৪. মদ্দে লাযীম কালমী মুখাফ্ফাফ
৫. মদ্দে মুত্তাসিল

মদ্দে ত্ববায়ীর পরিচয়

মদ্দের হরফঃ মদ অর্থ টানিয়া পড়া। মদের হরফ ৩টি। যবরের বাম পাশে খালি আলিফ মদের হরফ। মদের হরফ হইলে ডান দিকের হরকত কে এক আলিফ টানিয়া পড়িতে হয়। ইহাকে মদ্দে ত্ববায়ী বলে।

خَا	حَا	جَا	ثَا	تَا	بَا
شَا	سَا	زَا	رَا	ذَا	دَا
غَا	عَا	ظَا	طَا	ضَا	صَا
نَا	مَا	لَا	كَا	قَا	فَا
		يَا	ءَا	هَا	وَا

যেরের বাম পাশে জযম ওয়ালা ইয়া মদের হরফ। মদের হরফ হইলে ডান দিকের হরকত কে এক আলিফ টানিয়া পড়িতে হয়। ইহাকে মদ্দে ত্ববায়ী বলে।

خِيْ	حِيْ	جِيْ	ثِيْ	تِيْ	بِيْ

شِيْ	سِيْ	زِيْ	رِيْ	ذِيْ	دِيْ
غِيْ	عِيْ	ظِيْ	طِيْ	ضِيْ	صِيْ
نِيْ	مِيْ	لِيْ	كِيْ	قِيْ	فِيْ
		بِيْ	ءِيْ	هِيْ	وِيْ

পেশের বাম পাশে জযম ওয়ালা ওয়াও মদের হরফ। মদের হরফ হইলে ডান দিকের হরকত কে এক আলিফ টানিয়া পড়িতে হয়। ইহাকে মদ্দে ত্ববায়ী বলে।

خُوْ	حُوْ	جُوْ	ثُوْ	تُوْ	بُوْ
شُوْ	سُوْ	زُوْ	رُوْ	ذُوْ	دُوْ
غُوْ	عُوْ	ظُوْ	طُوْ	ضُوْ	صُوْ
نُوْ	مُوْ	لُوْ	كُوْ	قُوْ	فُوْ

وُ وُ	هُو	ءُو	يُو		

মদ্দে ত্ববায়ীর অনুশীলন

مَا خَلَقَ	اِذَا وَقَبَ	كَانَ	اَبَابِيْلَ
وَتَوَاصَوْ	اَلْقَارِعَةُ	كَالْفَرَاشِ	مَاهِيَهْ
فِيْ دِيْنِ	دِيْنُكُمْ	تَرْمِيْهِمْ	فِيْهَا
مُخْلِصِيْنَ	سِيْنِيْنَ	فَكِهِيْنَ	فَكِيْدُوْنِ
اَعُوْذُ	يَكُوْنُ	كَفَرُوْا	يُوْعَوْنَ
يَكْسِبُوْنَ	يَنْظُرُوْنَ	يَفْعَلُوْنَ	مُجْرِمُوْنَ
فِيْ جِيْدِهَا	اَثْقَالَهَا	اَسَاطِيْرُ	يُقَاتِلُوْنَ
اَرَادَبِهِمْ	دُوْنَ	يَنْطِقُوْنَ	مِسْكِيْنِ

وَالْاَرْحَامَ	طَابَ	وَقُوْلُوْا	اَمْوَالَهُمْ
خَافُوْا	مَا تَرَكَ	يَتُوْبُ	اَصْلَابِكُمْ

হরকতে সালাসা ও মদ্দের হরফের পাথর্ক্য

بَ–بَا	تَ–تَا	ثَ–ثَا
جَ–جَا	حَ–حَا	خَ–خَا
دَ–دَا	ذَ–ذَا	رَ–رَا
زَ–زَا	سَ–سَا	شَ–شَا
صَ–صَا	ضَ–ضَا	طَ–طَا
ظَ–ظَا	عَ–عَا	غَ–غَا
فَ–فَا	قَ–قَا	كَ–كَا

لَ–لَا	مَ–مَا	نَ–نَا
وَ–وَا	هَ–هَا	ءَ–ءَا
يَ–يَا		

بِ–بِي	تِ–تِي	ثِ–ثِي
جِ–جِي	حِ–حِي	خِ–خِي
دِ–دِي	ذِ–ذِي	رِ–رِي
زِ–زِي	سِ–سِي	شِ–شِي
صِ–صِي	ضِ–ضِي	طِ–طِي
ظِ–ظِي	عِ–عِي	غِ–غِي
فِ–فِي	قِ–قِي	كِ–كِي

لِ–لِي	مِ–مِي	نِ–نِي
وِ–وِي	هِ–هِي	ءِ–ءِي
يِ–بِي		

بُ–بو	تُ–تو	ثُ–ثُو
جُ–جو	حُ–حو	خُ–خو
دُ–دو	ذُ–ذو	رُ–رو
زُ–زو	سُ–سو	شُ–شو
صُ–صو	ضُ–ضو	طُ–طُو
ظُ–ظُو	عُ–عو	غُ–غو
فُ–فو	قُ–قو	كُ–كُو

لُ–لُوْ	مُ–مُوْ	نُ–نُوْ
وُ–ووُ	هُ–هُوْ	ءُ–ءُوْ
يُ–يُوْ		

খারা যবর, খারা যের, উল্টা পেশের বিবরণ

মদ্দে ত্ববায়ীঃ খারা যবর (بَ), খারা যের (بِ), উল্টা পেশ (بُ) হইলে এক আলিফ টানিয়া পড়িতে হয়। ইহাকেও মদ্দে ত্ববায়ী বলে।

اَ	بَا	تَا	ثَا	جَا	حَا
خَا	دَا	ذَا	رَا	زَا	سَا
شَا	صَا	ضَا	طَا	ظَا	عَا
غَا	فَا	قَا	كَا	لَا	مَا
نَا	وَا	هَا	ءَا	يَا	

اِ	بِ	تِ	ثِ	جِ	حِ
خِ	دِ	ذِ	رِ	زِ	سِ
شِ	صِ	ضِ	طِ	ظِ	عِ
غِ	فِ	قِ	كِ	لِ	مِ
نِ	وِ	هِ	ءِ	يِ	

أَ	بَّ	تَّ	ثَّ	جَّ	حَّ
خَّ	دَّ	ذَّ	رَّ	زَّ	سَّ

شْ	صْ	ضْ	طْ	ظْ	عْ
غْ	فْ	قْ	كْ	لْ	مْ
نْ	وْ	هْ	ءْ	يْ	

খারা যবর, খারা যের, উল্টা পেশের অনুশীলন

عَلٰ	اٰمَنَ	سَمٰوٰتِ	وُثْقٰي
ظُلُمٰتِ	اَصْحٰبُ	خٰلِدُوْنَ	اٰتٰهُ
اِبْرٰهِمَ	اُحْيٖ	هٰذِهِ	اِلٰي
مَوْتٰي	بَلٰي	وَالْاَذٰي	هُدٰهُمْ
عِلْمِهٖ	وَرَسُوْلِهٖ	اَجَلِهٖ	وَكُتُبِهٖ

فَتَرَكَهٗ	يَعْلَمُهٗ	فَلَهٗ	حَمَلْتَهٗ
عِنْدَهٗ	لَهٗ	مَالَهٗ	فَمَثَلُهٗ
اٰيٰتِهٖ	لَا يَخْفٰي	تَاْوِلِهٖ	عِمْرٰنَ

মদ্দে বদলের পরিচয়

মদ্দে বদল: হামযার হরকতকে এক আলিফ টানিয়া পড়াকে মদ্দে বদল বলে।

اٰ	اِ	اُ

মদ্দে বদলের অনুশীলন

اٰيَتُكَ	وَالْاٰخِرَةِ	اٰمَنُوْا	اٰمَنَ

লিনের হরফ

লিনের হরফ: লিনের হরফ ২ টি। যবরের বাম পাশে জযম ওয়ালা ইয়া (يْ) লিনের হরফ। লিনের হরফ হইলে ডান দিকের হরকতের সঙ্গে তারাতারি পড়িতে করিতে হয়।

بَيْ	تَيْ	ثَيْ	جَيْ	حَيْ	خَيْ
دَيْ	ذَيْ	رَيْ	زَيْ	سَيْ	شَيْ
صَيْ	ضَيْ	طَيْ	ظَيْ	عَيْ	غَيْ
فَيْ	قَيْ	كَيْ	لَيْ	مَيْ	نَيْ
وَيْ	هَيْ	ءَيْ	يَيْ		

যবরের বাম পাশে জযম ওয়ালা ওয়াও (وْ) লিনের হরফ। লিনের হরফ হইলে ডান দিকের হরকতের সঙ্গে তারাতারি পড়িতে করিতে হয়।

بَوْ	تَوْ	ثَوْ	جَوْ	حَوْ	خَوْ
دَوْ	ذَوْ	رَوْ	زَوْ	سَوْ	شَوْ
صَوْ	ضَوْ	طَوْ	ظَوْ	عَوْ	غَوْ
فَوْ	قَوْ	كَوْ	لَوْ	مَوْ	نَوْ
وَوْ	هَوْ	ءَوْ	يَوْ		

লীনের হরফের অনুশীলন

يَوْمَ	اَوْحٰي	يَخْشَوْنَ	لَمْ يَرَوْا	رَاَوْهُ
تُجْزَوْنَ	فِرْعَوْنَ	لِقَوْلِهِمْ	تَعَالَوْا	غَيْظَ
كَيْفَ	عَيْنَ	بَيْتِ	لَيْلَةِ	عَلَيْكَ

بِالْغَيْبِ	وَاِلَيْهِ	اَرَءَيْتُمْ	اَيْمَانِكُمْ	بَيْنَ

মদের হরফ ও লীনের হরফের পার্থক্য

بَا–بَوْ	تَا–تَوْ	ثَا–ثَوْ
جَا–جَوْ	حَا–حَوْ	خَا–خَوْ
دَا–دَوْ	ذَا–ذَوْ	رَا–رَوْ
زَا–زَوْ	سَا–سَوْ	شَا–شَوْ
صَا–صَوْ	ضَا–ضَوْ	طَا–طَوْ
ظَا–ظَوْ	عَا–عَوْ	غَا–غَوْ
فَا–فَوْ	قَا–قَوْ	كَا–كَوْ
لَا–لَوْ	مَا–مَوْ	نَا–نَوْ

وَا–وَوْ	هَا–هَوْ	ءَا–ءَوْ
يَا–يَوْ		

بِيْ–بَيْ	تِيْ–تَيْ	ثِيْ–ثَيْ
جِيْ–جَيْ	حِيْ–حَيْ	خِيْ–خَيْ
دِيْ–دَيْ	ذِيْ–ذَيْ	رِيْ–رَيْ
زِيْ–زَيْ	سِيْ–سَيْ	شِيْ–شَيْ
صِيْ–صَيْ	ضِيْ–ضَيْ	طِيْ–طَيْ
ظِيْ–ظَيْ	عِيْ–عَيْ	غِيْ–غَيْ
فِيْ–فَيْ	قِيْ–قَيْ	كِيْ–كَيْ
لِيْ–لَيْ	مِيْ–مَيْ	نِيْ–نَيْ

وِي–وَي	هِي–هَي	ءِي–ءَي
يِي–يَي		

بُو–بَو	تُو–تَو	ثُو–ثَو
جُو–جَو	حُو–حَو	خُو–خَو
دُو–دَو	ذُو–ذَو	رُو–رَو
زُو–زَو	سُو–سَو	شُو–شَو
صُو–صَو	ضُو–ضَو	طُو–طَو
ظُو–ظَو	عُو–عَو	غُو–غَو
فُو–فَو	قُو–قَو	كُو–كَو
لُو–لَو	مُو–مَو	نُو–نَو

وو—وو	هُو—هو	ءُو—ءو
يُو—يو		

মদ্দে লীন

মদ্দের হরফের বামের হরফে ওয়াক্‌ফ হইলে এক আলিফ টানিয়া পড়িতে হয়। ইহাকে মদ্দে লীন বলে।

قُرَيْشٍ○	صَيْفِ○	بَيْتِ○	لَيْلٌ ○	خَيْرٌ ○
وَيْلٌ ○	سَيْرٌ ○	عَيْنٌ ○	غَيْثٌ○	كَيْدٌ○
خَوْفٍ○	صَوْمٌ○	صَوْتٌ○	سَوْفَ○	قَوْلٌ○
مَوْتٌ○	قَوْمٌ ○	نَوْمٌ○	يَوْمٌ ○	كَوْنٌ○

বি.দ্র. ফায়েদা:১- ○ এটার নাম ওয়াকফ্। ওয়াকফ্ অর্থ থামা। আরবীতে দম ছাড়ার স্থানকে ওয়াকফ বলে। এবং (ة) ব্যাতিত বাকি হরফে ওয়াকফ

চিহ্নের পূর্বের হরফে দুই যবর না হয়ে দুই যের, দুই পেশ অথবা এক যবর, এক যের, এক পেশ হইলে ওয়াকফের সময় তা জযম বা সাকিন হয়ে যায়।

ফায়েদা:২- শুধু এই চিহ্নের সময় নয় বরং কেউ যদি কোথাও দম না থাকার কারণে থেমে যায়, তাহলে সেখানেও এই উপরের নিয়ম মেনে উচ্চারণ করতে হবে।

ফায়েদা:৩- (ة)-এর মধ্যে ওয়াকফ্ করলে ওয়াকফের সময় (ة) হা হয়ে আরবী সাকিন হয়ে যায়। অর্থাৎ গোল তা হা হয়ে যাবে এবং **১** নং নিয়ম অনুযায়ী তার মধ্যে সাকিন হয়ে যাবে।

তাশদীদের পরিচয়

তাশদীদঃ (بّ) এটার নাম তাশদীদ। তাশদীদ-ওয়ালা হরফ দুই বার পড়া যায়। প্রথমবার ডান দিকের হরকতের সঙ্গে, দৃতীয়বার নিজ হরকতের সঙ্গে।

(বি.দ্র. তাশদীদ ওয়ালা হরফ উচ্চারণ করতে হলে প্রথমে তাশদীদ ওয়ালা হরফকে জযম ধরে জযমের উচ্চারণ করতে হবে। অত:পর তাশদীদ ওয়ালা হরফে যবর,যের,পেশ যা থাকবে সেই হরকত অনুযায়ী হরকতের উচ্চারণ করতে হবে)

أَبَّ	أَتَّ	أَثَّ	أَجَّ	أَحَّ	أَخَّ
أَدَّ	أَذَّ	أَرَّ	أَزَّ	أَسَّ	أَشَّ

أَصَّ	أَضَّ	أَطَّ	أَظَّ	أَعَّ	أَغَّ
أَفَّ	أَقَّ	أَكَّ	أَلَّ	أَمَّ	أَنَّ
أَوَّ	أَهَّ	اَءَّ	أَيَّ		

أَبْ	أَتْ	أَثْ	أَجْ	أَحْ	أَخْ
أَدْ	أَذْ	أَرْ	أَزْ	أَسْ	أَشْ
أَصْ	أَضْ	أَطْ	أَظْ	أَعْ	أَغْ
أَفْ	أَقْ	أَكْ	أَلْ	أَمْ	أَنْ
أَوْ	أَهْ	أَءْ	أَيْ		

أَبِّ	أَتِّ	أَثِّ	أَجِّ	أَحِّ	أَخِّ

أَدِّ	أَذِّ	أَرِّ	أَزِّ	أَسِّ	أَشِّ
أَصِّ	أَضِّ	أَطِّ	أَظِّ	أَعِّ	أَغِّ
أَفِّ	أَقِّ	أَكِّ	أَلِّ	أَمِّ	أَنِّ
أَوِّ	أَهِّ	أَءِّ	أَيِّ		

اِبَّ	اِتَّ	اِثَّ	اِجَّ	اِحَّ	اِخَّ
اِدَّ	اِذَّ	اِرَّ	اِزَّ	اِسَّ	اِشَّ
اِصَّ	اِضَّ	اِطَّ	اِظَّ	اِعَّ	اِغَّ
اِفَّ	اِقَّ	اِكَّ	اِلَّ	اِمَّ	اِنَّ
اِوَّ	اِهَّ	اِءِّ	اِيَّ		

اِبُّ	اِتُّ	اِثُّ	اِجُّ	اِحُّ	اِخُّ
اِدُّ	اِذُّ	اِرُّ	اِزُّ	اِسُّ	اِشُّ
اِصُّ	اِضُّ	اِطُّ	اِظُّ	اِعُّ	اِغُّ
اِفُّ	اِقُّ	اِكُّ	اِلُّ	اِمُّ	اِنُّ
اِوُّ	اِهُّ	اِءُّ	اِيُّ		

اِبٍّ	اِتٍّ	اِثٍّ	اِجٍّ	اِحٍّ	اِخٍّ
اِدٍّ	اِذٍّ	اِرٍّ	اِزٍّ	اِسٍّ	اِشٍّ
اِصٍّ	اِضٍّ	اِطٍّ	اِظٍّ	اِعٍّ	اِغٍّ
اِفٍّ	اِقٍّ	اِكٍّ	اِلٍّ	اِمٍّ	اِنٍّ

اِوِّ	اِهِّ	اِءِّ	اِيِّ		

اُبَّ	اُتَّ	اُثَّ	اُجَّ	اُحَّ	اُخَّ
اُدَّ	اُذَّ	اُرَّ	اُزَّ	اُسَّ	اُشَّ
اُصَّ	اُضَّ	اُطَّ	اُظَّ	اُعَّ	اُغَّ
اُفَّ	اُقَّ	اُكَّ	اُلَّ	اُمَّ	اُنَّ
اُوَّ	اُهَّ	اُءِّ	اُيَّ		

اُبْ	اُتْ	اُثْ	اُجْ	اُحْ	اُخْ
اُدْ	اُذْ	اُرْ	اُزْ	اُسْ	اُشْ
اُصْ	اُضْ	اُطْ	اُظْ	اُعْ	اُغْ

اُفْ	اُقْ	اُلْ	اُكْ	اُمْ	اُنْ
اُوْ	اُهْ	اُءْ	اُيْ		

اُبِّ	اُتِّ	اُثِّ	اُجِّ	اُحِّ	اُخِّ
اُدِّ	اُذِّ	اُرِّ	اُزِّ	اُسِّ	اُشِّ
اُصِّ	اُضِّ	اُطِّ	اُظِّ	اُعِّ	اُغِّ
اُفِّ	اُقِّ	اُكِّ	اُلِّ	اُمِّ	اُنِّ
اُوِّ	اُهِّ	اُءِّ	اُيِّ		

তাশদীদের অনুশীলন

بَبَّ	بِّبِّ	بُبُّ	تَتَّ	تَتِّ	تَتُّ

ثَجَّ	ثَجِّ	ثَجُّ	جَفَّ	جَفِّ	جَفُّ
حَقَّ	حَقِّ	حَقُّ	خَيَّ	خَيِّ	خَيُّ
قَدَّ	عَدَّ	رَبِّ	رَبُّ	رَبَّ	كَذَّ
كَذِّ	كَذُّ	زُوِّ	ذِلَّ	ثُمَّ	كُلُّ
رُدُّ	اَمَّ	مَيِّ	دَبِّ	اِلَّ	يُتَّ
ظَنَّ	عَذِّ	ضُرِّ	مِمَّ	سُنَّ	مَسَّ
حُلُّ	نَزَّ	اُجِّ	صَحَّ	ضَحَّ	كُوِّ
سُيِّ	طَخَّ	طَخِّ	ظَلَّ	ظَفَّ	سُمَّ
شَخَّ	طَبِّ	طِبُّ	جَمِّ	مُزَّ	صَدِّ
تَبَّ	دُعُّ	اَبَّ	فِرَّ	مِثُّ	قُلَّ

سِجِّ	وَهَّ	غَسَّ	نِيُّ	فِيُّ	مَكَّ
كَنَّ	يَزْ	شِيَّ	طَيِّ	دُرِّ	ذُرِّ
يَشَّ	شَقَّ	زُوِّ	صَرَّ	فُصِّ	فَعَّ

قَدَّرَ	عَدَّدَ	كَذَّبَ	صَدَّقَ
حَلَّلَ	نَعَّمَ	بُرِّزَ	زُيِّنَ
رَبِّكَ	حُصِّلَ	حُرِّمَ	فُعِّلَ
سَوَّلَتْ	فُجِّرَتْ	تَقَدَّمَ	تَأَخَّرَ
فُصِّلَتْ	كُوِّرَتْ	ذُلِّلَتْ	سِرُّهُمْ

اَلَّذِيْ	لِلْمُتَّقِيْنَ	قَدَّمَتْ	وَالسّٰبِحٰتِ
بِالسَّاهِرَةِ	اَشَدُّ	بُرِّزَتِ	يَذَّكَّرُ
فَقَدَّرَهٗ	يَسَّرَهٗ	عُطِّلَتْ	زُوِّجَتْ
سُعِّرَتْ	فَزَيَّلْنَا	اَخَّرَتْ	رَكَّبَكَ
اَلدِّيْنِ	مُقَرَّبُوْنَ	يَتَفَكَّرُوْنَ	عِلِّيِّيْنَ
فَصَلِّ	يَدُعُّ	لِكُلٍّ	تَطَّلِعُ
بِالْحَقِّ	بِالصَّبْرِ	خَفَّتْ	لِحُبِّ
تُحَدِّثُ	بَرِيَّةِ	تَفَرَّقَ	مُنْفَكِّيْنَ
مُدَّثِّرُ	فَكَبِّرْ	فَطَهِّرْ	وَالرُّجْزَ

ওয়াজিব গুন্নাহের পরিচয়

ওয়াজিব গুন্নাহ্: হরকতের বামে নূনে (ن) বা মিমে (م) তাশদিদ হইলে ওয়াজিব গুন্নাহ্। গুন্নাহ মানে নাকের ভিতর লইয়া পড়া।

اَنَّ	بَنَّ	تَنَّ	ثَنَّ	جَنَّ	حَنَّ
خَنَّ	دَنَّ	ذَنَّ	رَنَّ	زَنَّ	سَنَّ
شَنَّ	صَنَّ	ضَنَّ	طَنَّ	ظَنَّ	عَنَّ
غَنَّ	فَنَّ	قَنَّ	كَنَّ	لَنَّ	مَنَّ
نَنَّ	وَنَّ	هَنَّ	ءَنَّ	يَنَّ	

اِنَّ	بِنَّ	تِنَّ	ثِنَّ	جِنَّ	حِنَّ
خِنَّ	دِنَّ	ذِنَّ	رِنَّ	زِنَّ	سِنَّ

شِنَّ	صِنَّ	ضِنَّ	طِنَّ	ظِنَّ	عِنَّ
غِنَّ	فِنَّ	قِنَّ	كِنَّ	لِنَّ	مِنَّ
نِنَّ	وِنَّ	هِنَّ	ءِنَّ	يِنَّ	

اُنَّ	بُنَّ	تُنَّ	ثُنَّ	جُنَّ	حُنَّ
خُنَّ	دُنَّ	ذُنَّ	رُنَّ	زُنَّ	سُنَّ
شُنَّ	صُنَّ	ضُنَّ	طُنَّ	ظُنَّ	عُنَّ
غُنَّ	فُنَّ	قُنَّ	كُنَّ	لُنَّ	مُنَّ
نُنَّ	وُنَّ	هُنَّ	ءُنَّ	يُنَّ	

اَمَّ	بَمَّ	تَمَّ	ثَمَّ	جَمَّ	حَمَّ

خَمَّ	دَمَّ	ذَمَّ	رَمَّ	زَمَّ	سَمَّ
شَمَّ	صَمَّ	ضَمَّ	طَمَّ	ظَمَّ	عَمَّ
غَمَّ	فَمَّ	قَمَّ	كَمَّ	لَمَّ	مَمَّ
نَمَّ	وَمَّ	هَمَّ	ءَمَّ	يَمَّ	

اِمَّ	بِمَّ	تِمَّ	ثِمَّ	جِمَّ	حِمَّ
خِمَّ	دِمَّ	ذِمَّ	رِمَّ	زِمَّ	سِمَّ
شِمَّ	صِمَّ	ضِمَّ	طِمَّ	ظِمَّ	عِمَّ
غِمَّ	فِمَّ	قِمَّ	كِمَّ	لِمَّ	مِمَّ
نِمَّ	وِمَّ	هِمَّ	ءِمَّ	يِمَّ	

اُمَّ	بُمَّ	تُمَّ	ثُمَّ	جُمَّ	حُمَّ
خُمَّ	دُمَّ	ذُمَّ	رُمَّ	زُمَّ	سُمَّ
شُمَّ	صُمَّ	ضُمَّ	طُمَّ	ظُمَّ	عُمَّ
غُمَّ	فُمَّ	قُمَّ	كُمَّ	لُمَّ	مُمَّ
نُمَّ	وُمَّ	هُمَّ	ءُمَّ	يُمَّ	

ওয়াজিব গুন্নাহের অনুশীলন

جَهَنَّمَ	جَنَّةٌ	لَتَسْـَٔلُنَّ	لَتَرَوُنَّ
بِالنَّاصِيَةِ	وَالنَّهَارِ	اِنَّ	وَالنّٰزِعٰتِ
ثُمَّ	فَاَمَّا	وَاَمِّهٖ	مُزَّمِّلُ
اَنَّامِنَّا	تَظُنُّ	كَاَنَّهُمْ	فِيْهِنَّ

اِنَّهُمْ	مِمَّا	مُنَّهَا	تُبَاشِرُوهُنَّ

নূন সাকিনের পরিচয়

নূন সাকিনঃ (نْ) নূন সাকিন জযম ওয়ালা নূনকে বলে।

أَنْ	بَنْ	تَنْ	ثَنْ	جَنْ	حَنْ
خَنْ	دَنْ	ذَنْ	رَنْ	زَنْ	سَنْ
شَنْ	صَنْ	ضَنْ	طَنْ	ظَنْ	عَنْ
غَنْ	فَنْ	قَنْ	كَنْ	لَنْ	مَنْ
نَنْ	وَنْ	هَنْ	ءَنْ	يَنْ	

أِنْ	بِنْ	تِنْ	ثِنْ	جِنْ	حِنْ

خِنْ	دِنْ	ذِنْ	رِنْ	زِنْ	سِنْ
شِنْ	صِنْ	ضِنْ	طِنْ	ظِنْ	عِنْ
غِنْ	فِنْ	قِنْ	كِنْ	لِنْ	مِنْ
نِنْ	وِنْ	هِنْ	ءِنْ	يِنْ	

أُنْ	بُنْ	تُنْ	ثُنْ	جُنْ	حُنْ
خُنْ	دُنْ	ذُنْ	رُنْ	زُنْ	سُنْ
شُنْ	صُنْ	ضُنْ	طُنْ	ظُنْ	عُنْ
غُنْ	فُنْ	قُنْ	كُنْ	لُنْ	مُنْ
نُنْ	وُنْ	هُنْ	ءُنْ	يُنْ	

তানভীনের পরিচয়

তানভীনঃ দুই যবর (ـًـ) দুই যের (ـٍـ) দুই পেশ (ـٌـ) কে তানভীন বলে। তানভীনের উচ্চারণ তাড়াতাড়ি করিতে হয়।

أً	بًا	تًا	ثًا	جًا	حًا
خًا	دًا	ذًا	رًا	زًا	سًا
شًا	صًا	ضًا	طًا	ظًا	عًا
غًا	فًا	قًا	كًا	لًا	مًا
نًا	وًا	هًا	ءًا	يًا	

أٍ	بٍ	تٍ	ثٍ	جٍ	حٍ
خٍ	دٍ	ذٍ	رٍ	زٍ	سٍ
شٍ	صٍ	ضٍ	طٍ	ظٍ	عٍ

مٍ	لٍ	كٍ	قٍ	فٍ	غٍ
	يٍ	ءٍ	هٍ	وٍ	نٍ

حٰ	جٰ	ثٰ	تٰ	بٰ	أٰ
سٰ	زٰ	رٰ	ذٰ	دٰ	خٰ
عٰ	ظٰ	طٰ	ضٰ	صٰ	شٰ
مٰ	لٰ	كٰ	قٰ	فٰ	غٰ
	يٰ	ءٰ	هٰ	وٰ	نٰ

নূন সাকিন বা তানভীনের উচ্চারণ পদ্ধতি

নূন সাকিন বা তানবীন-এর বিবরণঃ নূন সাকিন, তানবীন ৪ প্রকারে পড়া যায়।

১. ইক্‌লাব
২. ইদ্‌গাম
৩. ইয্‌হার
৪. ইখফা

ইক্‌লাবের পরিচয়

ইক্‌লাব: নূন সাকিন বা তানবীনের বামে ইকলাবের হরফ ب আসিলে, ওই নূন সাকিন বা তানভীনকে গুন্না'র সহিত মীম (م) পড়িতে হয়। ইহাকে ইকলাব বলে।

مِنْ بَعْدِ	أَنْبِئْهُمْ	أَنْبِيَاءَ	يُنْبِتُ
اَلِيْمٌ بِمَا	سَمِيْعٌ بَصِيْرٌ	خَبِيْرٌ بِمَا	غَفُوْرٌ بِذَاتِ
قَوْمًا بُوْرًا	سَمِيْعًا بَصِيْرًا	عَلِيْمًا بِذَاتِ	حَكِيْمًا بِمَا
جَنَّاتٍ بِهَا	شَيْءٍ بِقَدَرٍ	كِرَامٍ بَرَرَةٍ	خَبِيْرٍ بِمَا

ইদ্‌গামের পরিচয়

ইদ্‌গাম দুই প্রকার:

১. ইদ্‌গামে বা-গুন্নাহ্‌
২. ইদ্‌গামে বেলা-গুন্নাহ্‌

ইদগামে বা গুন্নাহ্‌: নূন সাকিন বা তানবীনের বামে ي-م-و-ن এই চার হরফের কোন হরফ আসিলে, ঐ হরফকে তাশদীদ দিয়া গুন্না'র সহিত পড়িতে হয়। ইহাকে ইদ্‌গামে বা-গুন্নাহ্‌ বলে।

مَنْ يَّقُوْلُ	مِنْ مِّثْلِهِ	مِنْ وَّاقٍ	مِنْ نُّطْفَةٍ

سَنَةً يَّتِيْهُوْنَ	قَوْلاً مَّعْرُوفًا	مَالًا وَّعَدَّدَهُ	أَمَنَةً نُّعَاسًا
يَوْمَئِذٍ يَّصْدُرُ	ضَلَالٍ مُّبِيْنٍ	رَحْمَةٍ وَّاسِعَةٍ	يَوْمَئِذٍ نَّاعِمَةٌ
وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ	حَبْلٌ مِّنْ مَّسَدٍ	عَذَابٌ وَّاصِبٌ	طَلْعٌ نَّضِيْدٌ

ইদ্‌গামে বেলা-গুন্নাহ: নূন সাকিন বা তানবীনের বামে ر-ل আসিলে, ঐ হরফকে তাশদিদ দিয়া গুন্নাহ্ ছাড়া স্পষ্ট করিয়া পড়িতে হয়। ইহাকে ইদগামে বেলা-গুন্নাহ্ বলে।

أَنْ رَّاٰهُ	يَكُنْ لَّهُ	غَفُوْرًا رَّحِيْمًا	أَشْتَاتًا لِّيُرَوْا
عِيْشَةٍ رَّاضِيَةٍ	يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيْرٌ	رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ	وَيْلٌ لِّكُلِّ

ইয্‌হারের পরিচয়

ইয্‌হার: নূন সাকিন বা তানবীনের বামে ء-ه-ع-ح-غ-خ এই ছয় হরফের কোন হরফ আসিলে, ঐ নূন সাকিন বা তানবীনকে গুন্নাহ্ ছাড়া স্পষ্ট করিয়া পড়িতে হয়। ইহাকে ইয্‌হার বলে।

مِنْ أَلْفِ	فَلَا تَنْهَرْ	وَلِأَنْعَامِكُمْ	وَانْحَرْ

مِنْ غِلٍّ	مِنْ خَوْفٍ	كُفُوًا أَحَدٌ	فَرِيْقًا هَدَىٰ
سَمِيْعًا عَلِيْمًا	عَلِيْمًا حَكِيْمًا	حَلِيْمًا غَفُوْرًا	لَطِيْفًا خَبِيْرًا
بِعَذَابٍ أَلِيْمٍ	قَوْمٍ هَادٍ	جَنَّةٍ عَالِيَةٍ	شَيْءٍ حَفِيْظٌ
عَبْدٍ غَيْرُهُ	يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ	عَذَابٌ أَلِيْمٌ	سَلَامٌ هِيَ
سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ	نَارٌ حَامِيَةٌ	أَجْرٌ غَيْرُ	لَطِيْفٌ خَبِيْرٌ

ইখ্‌ফার পরিচয়

ইখ্‌ফা: নূন সাকিন বা তানবীনের বামে ت-ث-ج-د-ذ-ز-س-ش-ص-ض-ط-ظ-ف-ق-ك এই পনেরোটি হরফের কোন হরফ আসিলে, ঐ নূন সাকিন বা তানবীনকে ইখ্‌ফা করিয়া পড়িতে হইবে। ইখফা মানে নাকের ভিতর লুকাইয়া পড়া।

أَنْتُمْ	مَنْ ثَقُلَتْ	أَنْجَيْنَاكُمْ	مِنْ دُوْنِ
مَنْ ذَا الَّذِيْ	فَأَنْزَلْنَا	اِنَّ الْاِنْسَانَ	مِنْ شَرِّ

عَنْ صَلَاتِهِمْ	مَنْ ضَلَّ	فَأَنْطَلَقُوْا	مَنْ ظَلَمَ
وَأَنْفُسَكُمْ	مِنْ قَبْلِكَ	مَنْ كَانَ	يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ
مَاءً ثَجَّاجًا	خَلْقٍ جَدِيْدٍ	قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ	يَوْمًا ذَا مَسْغَبَةٍ
نَفْسًا زَكِيَّةً	عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ	عَذَابٌ شَدِيْدٌ	صَفًّا صَفًّا
قَوْمًا ضَالِّيْنَ	قَوْمًا طَاغِيْنَ	ظِلٍّ ذِيْ	يَوْمَئِذٍ فَرِحُوْنَ
عَذَابًا قَرِيْبًا	كِتَابٌ كَرِيْمٌ	بَانْ تَاْتُوا	مِنْ ظُهُوْرِهَا

মদ্দে এওয়াজের পরিচয়

মদ্দে এওয়াজঃ গোল তা (ة) ব্যতিত বাকি হরফে দুই যবর হইলে, ওয়াকফের সময় এক যবর বাদ দিয়া এক আলিফ টানিয়া পড়িতে হয়। ইহাকে মদ্দে এওয়াজ বলে।

قَلِيلًا ○	فَرِيقًا○	شِدَادًا○	حَكِيمًا○	حَلِيمًا○
حَسِيبًا○	لِبَاسًا ○	سُبَاتًا○	كَرِيمًا○	تَوَّابًا○

মদ্দে মুনফাসিলের পরিচয়

মদ্দে মুনফাসিলঃ (ٓ) এটার নাম চিকন চিহ্ন। মদ্দের হরফের উপরে চিকন চিহ্ন বামে হামযাহ হইলে মদ্দে মুনফাসিল। ডান দিকের হরকতকে তিন আলিফ টানিয়া পড়িতে হইবে।

بِمَآ أُنْزِلَ	وَلَآ أَنَا	وَلَآ أَنْتُمْ	لَآ أَعْبُدُ
نَدْخُلُهَآ اَبَدً	مَاذَآ اُحِلَّ	وَمَآ اُهِلَّ	إِنَّآ أَنْزَلْنَاهُ

মদ্দে আরযীর পরিচয়

মদ্দে আরযীঃ মদ্দের হরফের বামের হরফে ওয়াক্ফ হইলে মদ্দে আরযী। ডান দিকেতর হরকতকে তিন আলিফ টানিয়া পড়িতে হয।

يُنْفِقُوْنَ ○	لِلْمُتَّقِيْنَ ○	الْمُسْتَقِيْمَ○	نَسْتَعِيْنُ○
بِالدِّيْنِ ○	لِلْمُصَلِّيْنَ○	سَاهُوْنَ ○	تَعْبُدُوْنَ ○

মদ্দে লাযিম হরফী মুখাফফাফের পরিচয়

মদ্দে লাযিম হরফী মুখাফফাফঃ হরফের উপর মোটা চিহ্ন, (ّ) বামে তাশদীদ না থাকিলে মদ্দে লাযিম হরফী মুখাফ্ফাফ। হরফের নাম চার আলিফ টানিয়া পড়িতে হয়।

قٓ	الٓـــــر	نٓ وَالْقَـــــلَمِ	حٰـــمٓ

মদ্দে লাযিম হরফী মুসাক্কালের পরিচয়

মদ্দে লাযিম হরফী মুসাক্কালঃ হরফের উপর মোটা চিহ্ন, বামে তাশদীদ হইলে, মদ্দে লাযিম হরফী মুসাক্কাল। হরফের নাম চার আলিফ টানিয়া পড়িতে হয়।

الٓـــمّٓ	طٰسٓـــمّٓ	الٓمّٓـــصٓ	الٓمّٓـــرٰ

মদ্দে লাযিম কালমী মুসাক্কালের পরিচয়

মদ্দে লাযিম কালমী মুসাক্কালঃ কালিমার মধ্যে মদ্দের হরফের উপরে মোটা চিহ্ন, বামে তাশদীদ হইলে, মদ্দে লাযিম কালমী মুসাক্কাল। ডান দিকের হরকতকে চা আলিফ টানিয়া পড়িতে হয়।

وَلَا الضَّـــآلِّينَ	دآبَّـــةٍ	اَلْحَـــآقَّـــةُ	اَلطَّـــآمَّةُ

মদ্দে লাযিম কালমী মুখাফ্ফাফের পরিচয়

মদ্দে লাযিম কালমী মুখাফ্ফাফঃ কালিমার মধ্যে মদ্দের হরফের উপরে মোটা চিহ্ন, বামে জযম হইলে, মদ্দে লাযিম কালমী মুখাফ্ফাফ। ডান দিকের হরকতকে চার আলিফ টানিয়া পড়িতে হয়।

آلْـــــــــٰٔـــــــنَ

বি.দ্র. মদ্দে লাযিম কালমী মুখাফ্ফাফ মাত্র একটি শব্দ কুরআনে মাজিদে শুধু দুই জায়গায় রয়েছে। (সূরা ইউনুস, আয়াত নং: ৯১ ও ৫১)

মদ্দে মুত্তাসিলের পরিচয়

মদ্দে মুত্তাসিল: মদ্দের হরফের উপরে মোটা চিহ্ন, বামে হামযাহ্ হইলে, মদ্দে মুত্তাসিল। ডান দিকের হরকতকে চার আলিফ টানিয়া পড়িতে হয়।

أَضَآءَتْ	سَوَآءٌ	مِنَ السَّمَـــــآءِ	شُهَدَآءَكُم

মীম সাকিনের (مْ) পরিচয়

মীম সাকিনের বিবরণ: (مْ) মীম সাকিন জযম ওয়ালা মীম কে বলে। মীম সাকিন তিন প্রকারে পড়া যায়।

১. ইখ্ফায়ে শাফাবী
২. ইদ্গামে মিছলাইন
৩. ইয্হারে শাফাবী

ইখ্ফায়ে শাফাবী-এর পরিচয়

ইখ্ফায়ে শাফাবী: মীম সাকিনের বামে বা (ب) আসিলে মীমকে নাকের ভিতর লইয়া ইখ্ফা করিয়া পড়িতে হয়। ইহাকে ইখ্ফায়ে শাফাবী বলে।

تَرْمِيْهِمْ بِحِجَارَةٍ	رَبُّهُمْ بِهِمْ	قُمْ بِإِذْنِ اللّٰهِ	عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ

ইদ্‌গামে মিছলাইন-এর পরিচয়

ইদ্‌গামে মিছলাইন: মীম সাকিনের বামে মীম (م) আসিলে ইদ্‌গাম করিয়া গুন্না'র সহিত পড়িতে হয়। ইহাকে ইদ্‌গামে মিছলাইন বলে।

عَلَيْهِمْ مُّؤْصَدَةٌ	قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ	كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ	وَرَائِهِمْ مُّحِيْطٌ

ইয্‌হারে শাফাবী-এর পরিচয়

ইয্‌হারে শাফাবী: মীম সাকিনের বামে বা-মিম (ب–م) ব্যতিত বাকি হরফ আসিলে ইয্‌হার করিয়া পড়িতে হয়। ইয্‌হার মানে স্পষ্ট করিয়া পড়া। ইহাকে ইয্‌হারে শাফাবী বলে।

لَهُمْ فِيْهَا	لَمْ يَلِدْ	لَكُمْ دِيْنُكُمْ	لَمْ تُنْذِرْهُمْ
يَمْنَعُوْنَ	أَلَمْ تَرَ	صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ	مِنْ خَوْفٍ

আল্লাহ্ শব্দ পড়ার নিয়ম

আল্লাহ্ শব্দের লামের বিবরণঃ আল্লাহ শব্দ দুই ভাবে পড়া যায়। **[ক]**-আল্লাহ (اَللّٰهُ) শব্দের ডান দিকে যবর অথবা পেশ হইলে লাম (ل) কে পুর (মোটা) করিয়া পড়িতে হয়।

[খ]- আল্লাহ (اَللّٰهُ) শব্দের ডান দিকে যের হইলে লাম (ل) কে বারিক (পাতলা) করিয়া পড়িতে হয়।

هُوَ اللّٰهُ	وَاتَّقُوْا اللّٰهَ	بِسْمِ اللّٰهِ	بِاللّٰهِ

লেখকের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

নাম ও পরিচয়: লেখকের পূর্ণ নাম মোহাম্মাদ মুসাদ্দেক আলী (মঈনুল)। পিতার নাম: জমশেদ আলী, দাদার নাম: কুবাদ আলী ও মাতার নাম: মল্লিকা বেগম। জন্ম স্থান: বাংলাদেশের ঠাকুরগাওঁ জেলাধিন পীরগঞ্জ থানার অন্তর্গত উত্তর বিরহলী গ্রামে ২০০২খ্রি. সালে তাঁর জন্ম।

শিক্ষাজীবন: তিনি বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী আল-জামেয়াতুল ইসলামিয় কাসেমুল উলূম জামিল মাদরাসা-বগুড়া থেকে দাওরা হাদিস বা উচ্চতর ডিগ্রি ও তাফসির ফি-উলুমিল কোরআনের জ্ঞান অর্জন করেন। পরবর্তীতে ঢাকার কদমতলী থানার ঐতিহ্যবাহী মেরাজনগর বড় মাদরাসা থেকে আরবি সাহিত্য বিষয়ে উচ্চতর শিক্ষা সম্পন্ন করেন। শিক্ষাজীবন থেকেই তিনি আরবি, উর্দূ ভাষার প্রতি গভীর অনুরাগী।

রচিত ও সংকলিত গ্রন্থসমূহ: লেখকের সর্বপ্রথম লেখিত কিতাব (ملاحظة روضة الادب) যা আরবি সাহিত্য ও ব্যাকরণ বিষয়ক ব্যাখ্যামূলক কিতাব। এরপরে আরো রয়েছে "ইলম ও আলেমদের মর্যাদা", "ইলমুল ফারায়েয" সহ বিভিন্ন দ্বীনি শিক্ষামূলক, আরবি সাহিত্য ও গবেষণামূলক আরো একাধিক মূল্যবাণ কিতাবের পাণ্ডুলিপি। এমন আরো অনেক লেখা কিতাব রয়েছে যা প্রকাশের অপেক্ষায়। আল্লাহ তা'আলা কবুল করলে ইনশাআল্লাহ সবগুলো বই প্রকাশ পাবে।

লক্ষ্য ও ভিশন: পবিত্র কুরআনের সঠিক বাণী ও প্রত্যেক মানুষের অন্তরে ঈমানের নূর ও দ্বিনি শিক্ষা সর্বস্তরের মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া এবং আমাদের কোমলমতি শিশুদের কুরআনমুখী করে গড়ে তোলাই তাঁর মূল লক্ষ্য।